

ক্যানভাসার

কলহের) মূল কারণ অবশ্য (কাত্যায়নী) -> মেয়ে নাম

কাত্যায়নীর কাব্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সেই সময়টিতেই ক্যানভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু ত্রীকে এই স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং-

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন-"যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে, তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?"

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

'মাজন চাই-ভালো দাঁতের মাজন-'

ভৈরব ফিরিয়া দেখে, একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট সুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যানভাসার হীরালাল।

ক্যানভাসার হীরালালের এই পল্লীগামে আসিবার কথা নয়। তাহার শহরে

যাইবার কথা। যাইতেও ছিল-কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারী 'ওভারক্যারেড'

হইয়া এই পল্লীগামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু 'বিজনেস' হয় এই আশায় বেচারী দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল-'আপনি এখানে কোথেকে এলেন মশাই?'

'মাজন আছে-ভালো দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা,

পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ-সব ভালো হয়ে যাবে মশাই-ভালো মাজন আছে-'

'তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়া গাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো-'

'ব্যবহার করে দেখুন-ভালো মাজন-'

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল-'কচু।'

হাসিয়া হীরালাল বলিল-'আপ্তে না, ভালো মাজন। ব্যবহার করে দেখুন-'

হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল-'আপনার দাঁতগুলি তো

খাসা-এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?'

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল-'আপ্তে হ্যাঁ।'

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

'মাজন নেবেন কি এক কৌটো?'

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল-'সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শোখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?'

বলিয়া যে নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল-'বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।'

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল-'তাতে আপনার কি? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে। ওসব মাজন ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না-'

হীরালাল ক্যানভাসার হলেও রক্ত মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল-'আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?'

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য। তাহার পেটে বিদ্যা নাই তাহা সত্য, কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে, কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এইসব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকে খ্যাপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দুষ্টর-দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ ফেলিয়া ভৈরব কহিল-'বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে।'

'গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি?'

ভীম গর্জনে ভৈরব কহিল- 'বেরিয়ে যান-'

'আপনার মতো ঢের মিথ্রা দেখেছি মশাই।'

ইহার পরই কিন্তু ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গওদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় থাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্বস্তিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়াটার পানে চাহিয়া

দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল-'আপ্তে হ্যাঁ, ওটাও। ভালো কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ-এই করেই কষ্টে-স্ট্রে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে-'

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্মৃতি হইলে সে বলিল-'আচ্ছা, দিন এক কৌটো মাজন!'